পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

প্রসঙ্গঃ “আল্লাহর বিধান অগ্রাহ্যকারী কাফের” আয়াতের ব্যাখ্যা।

আনসারুল্লাহ বাংলা টীম কতৃক অনূদিত

প্রশ্নঃ

নবী করীম সা. বলেছেনঃ “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সকলকেই জিজ্ঞেস করা হবে। একজন পিতা গোটা পরিবারের দায়িত্বশীল, নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে (মৃত্যুর পর) জিজ্ঞেস করা হবে।”

“আল্লাহর আদেশ বিরুদ্ধ সকল কিছু অগ্রাহ্য” স্লোগান তুলে বর্তমান কালের ‘মুরজিয়া’ সম্প্রদায় আমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ঐশী বিধান অগ্রাহ্যকারীকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে একজন পিতা যদি ঘরোয়া বিষয় নিয়ে অলসতার পরিচয় দেন, তবে আল্লাহর আদেশে অলসতা করেছেন বলে তাকেও কাফের বলা সঠিক হবে..!!

মুসলিম বিশ্বের সাম্প্রতিক শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে আপনাদের দাবী যে, তারা আল্লাহ প্রণীত বিধানকে বিকৃত ও বিবর্তন করে ফেলেছে (বিধায় তারা কাফের হয়ে গেছে)। ঠিক তেমনি একজন পিতা যদি ত্যাজ্য সম্পদ বন্টন বা দাড়ী মুণ্ডনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মর্জিমত কাজ করে, তবে সেই পিতাকে কি “আল্লাহর বিধান অগ্রাহ্যকারী” হিসেবে কাফের বলা যাবে না..?! !

মহোদয় সমীপে প্রামাণ্য জবাব আশা করছি।

প্রশ্নকারী
লা ইযযাতা ইল্লা বিল জিহাদ

উত্তরঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد

ভণ্ড এই “মুরজিয়া” সম্প্রদায় তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণে নির্ভরযোগ্য কোন দলিল আবিস্কার করতে না পেরে শরয়ী পরিভাষা নিয়ে খেলতামাশা ও বিকৃতকরণের মত জঘন্য অপরাধের আশ্রয় নিয়েছে। ভ্রান্ত এ সকল

দ্বিধাদ্বন্দ্বের আদলে তারা “খোদা প্রণীত বিধান”কে পরিবর্তন করতে চাইছে। যাতে “আমল” এবং “বিধি বিধান”এর মাঝে কোন ফারাক্ব অবশিষ্ট না থাকে। আর তখনই ছোট বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়া প্রতিটি মুসলমানকে “কাফের” বলে আখ্যয়িত করা যাবে। এটাই মূলত অভিশপ্ত “খারেজী” সম্প্রদায়ের মাযহাব।

"খারেজী” সম্প্রদায় নিজেদের মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার বশবর্তী হয়ে সকল অন্যায়কারীকেই কাফের বলে থাকে। “আমল” এবং “বিধি বিধান”এর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে না। “আল্লাহর বিধান অমান্যকারী কাফের” আয়াতটিকে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত উলামাদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী গুনাহে লিপ্ত কোন মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না বা অপরাধ করার কারণে তাকে অমুসলিম আখ্যা দেয়া যাবে না।

সমসাময়িক “খারেজী”দের মতামত খণ্ডনে আমরা বলবঃ-

“আল্লাহর বিধান অগ্রাহ্যকারী” এক বিষয় এবং অঘোষিত পৃথক গুনাহে লিপ্ত হওয়া অন্য বিষয় (যদি না সে ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়)। প্রথমটি সরাসরি ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেয়, কারণ, এ প্রেক্ষিতে শরীয়তে সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান। দ্বিতীয়টি দলিলভিত্তিক না হওয়ায় কর্তা সরাসরি ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে না।

“আমল” এবং “বিধি বিধান”এর মাঝে ফারাক্ব করতে গেলে “বিধান”এর মূল অর্থটি আগে বুঝে নিতে হবেঃ-

এখানে বিধি বিধান বলতে রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা উদ্দেশ্য, যার দায়িত্বশীল হচ্ছেন মুসলিম শাসকবর্গ। সুতরাং বিধি বিধান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শাসক ও বিচারকগণই দায়ী থাকবেন। আরবীতে “হুকুম” তথা বিধি বিধান শব্দটি শরীয়তে এই অর্থেই নেয়া হয়েছে। কোরআনে কারীমে একশতেরও বেশি আয়াতে “হুকুম” বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে। সবগুলো আয়াতেই আল্লাহ পাক মুসলিম খলীফা, শাসক ও বিচারকবৃন্দকে সম্বোধন করেছেন। সর্বসাধারণ এসব আয়াতের সম্বোধিত নয়; একারণেই সর্বসাধারণ “যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানমতে বিচার করেনি, তারাই প্রকৃত কাফের” আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হবে না। কারণ, হুকুম তথা বিচারব্যবস্থা তাদের হাতে নয়; বিচারকদের হাতে।

অপরদিকে নবী করীম সা.এর বাণী- “শোনে রাখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (কাল কিয়ামতে) জিজ্ঞেস করা হবে” এর মাধ্যমে “খারেজী” সম্প্রদায় শরীয়ত নিয়ে খেলা করার একটি সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।

উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনুল আছীর রহ. বলেন- অর্থাৎ প্রত্যেকেই আমানতদার এবং রক্ষণশীল। আশপাশের প্রতিটি বস্তুকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তারই দায়িত্ব। (আন্নেহায়া ফী গারীবিল আছার- ২/৫৮১)

ইমাম নববী রহ. বলেন- “এখানে দায়িত্ব বলতে স্বত্বাধীন বিষয়ের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিশ্বস্ততাকে বুঝানো হয়েছে। কারো দৃষ্টিতে কোনকিছু পড়লে এক্ষেত্রে তাকে ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা করতে হবে, দুনিয়া- আখেরাতের সফলতার কথা মাথায় রেখে বিচার করতে হবে। (শারহে মুসলিম- ১২/২১৩)

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন- “সুতরাং দাস মনিবের সম্পদের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হবে। বিনা অনুমতিতে মনিবের সম্পদে হস্তক্ষেপ করলে খেয়ানতকারী বিবেচিত হবে। (শারহে সহীহুল বুখারী লিইবনি বাত্তাল- ৬/৫৩১)

সুতরাং হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে যে, পুরুষ, মহিলা, দাস, মনিব, বিচারক, প্রজা সকলেই নিজ নিজ স্থানে স্বত্বাধীন বিষয়ে দায়িত্বশীল।

ইবনে হাজার রহ. বলেন- "খাত্তাবী রহ.এর ভাষ্যমতে- দায়িত্বশীল হিসেবে পুরুষ, মহিলা, রাজা- প্রজা সকলেই সমান। বিচারকের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর বিধি বিধান মতে শাসনকার্য পরিচালনা করা। একজন পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে তার পরিবার পরিজন এবং স্ত্রী- সন্তানের অধিকারগুলো যথাযথ আদায় করা। একজন ঘরণীর দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের লালন- পালন, সেবা শুশ্রূষা এবং ঘরোয়া কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করা। একজন কর্মচারীর দায়িত্ব হচ্ছে তার অধীনে থাকা সকল বিষয়কে পরিপূর্ণরূপে আঞ্জাম দেয়া। (ফাতহুল বারী- ১৩/১১৩)

এক কথায় শাসকের দায়িত্ব জনসাধারণের সুবিচার, পুরুষের বিশেষ দায়িত্ব পরিবার পরিচালনা এবং একজন মহিলার দায়িত্ব ঘরোয়া পরিবেশ দেখাশুনা।

এ কারণেই পরিবার কর্তাকে আমরা বিচারক বলি না; তিনি পরিবার কর্তা- ই। সার্বিক বিবেচনায় সকলেই স্বস্থানে দায়িত্বশীল আর বিশেষ বিবেচনায় পৃথক দায়িত্বশীল। এভাবে চিন্তা করলেই সকল সন্দেহের অবসান ঘটবে ইনশাল্লাহ। (আল্লাহই ভাল জানেন, সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই)

উত্তর প্রদানে...

শেখ আবূ মুনযির শানকীতী

সদস্য

মিনবার শরীয়াহ বোর্ড